ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 104 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১০৪ ● কলকাতা ● ০৪ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● শনিবার ● ১৮ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

প্রথম দফায় শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রাম-সহ ৬৬ আসনে 'রেড অ্যালার্ট' জারি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ২৩ এপ্রিল বাংলায় প্রথম দফার বিধানসভা ভোট। আর প্রথম দফায় ১৫২টি আসনের মধ্যেই ৬৬টিকে 'রেড অ্যালার্ট' কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন। তার মধ্যে যেমন রয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রাম, তেমনই রয়েছে অধীর চৌধুরীর বহরমপুর।তালিকায় রয়েছে সোনামুখী, কান্দি, বোলপুর, দিনহাটা, গড়বেতা, শিলিগুড়ি, হরিরামপুর, নারায়ণগড়, দুর্গাপুর পূর্ব, বড়এঞা, আলিপুরদুয়ার, ডোমকল, রতুয়া, সিউড়ি, পটাশপুর, কুশমন্ডি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, মোথাবাড়ি, জলপাইগুড়ি, দুবরাজপুর, ফরাক্কা, শালবনি, রানিনগর,

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 263

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই কামনাবাসনার অতৃপ্তি নিয়ে কখনও আগে যাওয়া উচিত নয়, কারণ এই অতৃপ্তি আপনার আধ্যাত্মিক পতনের কারণ হবে। যেমন এক বেলুনে এক ছোট ফুটো থাকে, কিন্তু বেলুন ফোলানোর পর ঐ ছোট ফুটো বড় হয়ে যায়, বেলুন ঐ ফুটোর জন্য ফেটে যায়।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

এ বার কালীঘাটে আয়কর হানা! তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘিরে ফেলল কেন্দ্রীয় বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাসবিহারীর বিদায়ী বিধায়ক দেবাশিস কুমারের বাড়িতে যখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে তল্লাশি চলছে, ঠিক তখনই শুক্রবার সকালে কালীঘাটের গ্রিক চার্চের কাছে তৃণমূল নেতা কুমার সাহার বাড়িতে পৌঁছে গেলেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা ।কালীঘাটের এই তল্লাশি এবং দেবাশিস কুমারের ডেরায় হানা— দুইয়ে মিলে দক্ষিণ কলকাতার রাজনৈতিক অলিন্দে এখন টানটান উত্তেজনা। তল্লাশি শেষে আয়কর দফতর কী তথ্য পায়, এখন সেটাই দেখার ।জোড়া এই অভিযানের নেপথ্যে কোনও আর্থিক লেনদেনের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার দেবাশিসের মনোহরপুকুর রোডের বাড়ি এবং নির্বাচনী কার্যালয়েও হানা দেয় আয়কর বিভাগের অন্য একটি দল।

পেশায় ব্যবসায়ী কুমার সাহা এলাকায় তৃণমূলের এক প্রভাবশালী মুখ হিসেবে পরিচিত। এক সময় সোমেন মিত্রের অনুগামী হিসেবে রাজনীতি শুরু করলেও, ২০১৪ সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যুব সংগঠনের হাল ধরার পর থেকে দলে কুমারের গুরুত্ব বাড়তে শুরু করে। হাজরা এবং রাসবিহারী অঞ্চলে শাসকদলের জনসভা বা মিছিলে লোক সমাগমের ক্ষেত্রে তাঁর বড় ভূমিকা থাকে। রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী থেকে শুরু করে দেবাশিস কুমার— দক্ষিণ কলকাতার প্রায় সব হেভিওয়েট নেতার সঙ্গেই তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। এমনকি কালীঘাট মন্দিরেও তাঁর যথেষ্ঠ প্রভাব রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

অন্য দিকে, শনিবার ভোর থেকেই দেবাশিস কুমারের বাড়ি এবং মতিলাল নেহরু রোডের পার্টি অফিসে হানা দেন আধিকারিকরা। সম্প্রতি জমি সংক্রান্ত একটি মামলায় ইডি একাধিকবার তলব করেছিল দেবাশিসকে। তার পরেই এ দিন আয়কর দফতরের এই তৎপরতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের দাবি, দেবাশিস এবং কুমার সাহার মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকায় দুই জায়গায় একযোগে এই অভিযান চালানো হতে পারে।

কেন্দ্রীয় সংস্থার এই অভিযানের খবর ছড়াতেই কুমার সাহার বাড়ির সামনে জড়ো হন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। ভোটের মুখে কেন এই তৎপরতা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করছে বিজেপি।

কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, শিলিগুড়িটাই হারিয়ে যাবে', ডিলিমিটেশন নিয়ে বিস্ফোরক মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের একবার রাজ্য ভাগের ইঙ্গিত করে বিস্ফোরক দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নির্বাচনী জনসভা থেকে কেন্দ্রের আসন পুনর্বিন্যাস বিলের বিরুদ্ধে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ মতা বলেন, 'আজকে যখন আমি এখানে সভা করছি, তখন ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে এসেছে। আমাকে তার জন্য নির্বাচন ছেড়ে ২১ জন সাংসদকে পাঠাতে হয়েছে লোকসভায়।উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে তিনটি সংশোধনী বিল পেশ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সংবিধানের ১৩১তম সংশোধন। এছাড়া, ডিলিমিটেশন কমিশন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সংক্রান্ত আইনের সংশোধনী বিল। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জানান, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী হবে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠায় নতুন দিশা মিলবে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে রাজ্য ভাগের কোনও উল্লেখ এই বিলে নেই। এর আগেও রাজ্য ভাগ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল পোস্ট নিয়ে পিআইবি পোস্ট করে স্পষ্ট করে দিয়েছিল, কোনও রাজ্য ভাগ নিয়ে আলোচনা করছে না

এরপর ৩ পাতায়

'মা-মেয়ের পা ধরে ক্ষমা চাওয়াব', সবংয়ে বিজেপি কর্মীদের চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে নির্বাচনী প্রচার থেকে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে সুর সপ্তমে তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ বিজেপির ওই কর্মীরা বাড়ি গিয়ে হরিজন পল্লিতে এক মহিলা ও তাঁর ছোট্ট মেয়েকে হেনস্থা করেছে বলে অভিযোগ ।এছাড়া সবংয়ের তৃণমূল

কংগ্রেস প্রার্থী মানসরঞ্জন ভুইঁয়ার সমর্থনে আজ তেমাথানি পল্লিশ্রী মাঠে সভার উপস্থিত হন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মানসরঞ্জন ভুইঁয়ার এক সময়কার 'ছায়াসঙ্গী' অমল পন্ডা এবার বিজেপির প্রার্থী। এই অমল পন্ডার পক্ষে যেসব পোস্টার পড়েছিল তার মধ্যে একটি ভুল করে ছিঁড়ে ফেলে ছোট্ট মেয়েটি। তাই তাকেও হেনস্থা থেকে ছাড় দেওয়া হল না বলে অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ওই ছোট্ট মেয়ের মা সাথী ঘোড়াই কুইলা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন ।এই ঘটনা নিয়ে সরব হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

প্রথম দফায় শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রাম-সহ ৬৬ আসনে 'রেড অ্যালার্ট' জারি

রায়গঞ্জ, নন্দকুমার, জয়পুর, মালতীপুর, ময়ূরেশ্বর, সাগরদিঘি, পাণ্ডবেশ্বর, বারাবনি, বড়জোড়া, ধূপগুড়ি, দুর্গাপুর পশ্চিম, গোয়ালপোখর, নলহাটি, হরিহরপাড়া, জলঙ্গি, মেদিনীপুর, দার্জিলিং, কাঁথি উত্তর ও কেশপুর।প্রথম দফার ভোটে 'ভাগ্য বিধাতা' হতে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন ১,৪৭৮ জন। ভোটে লড়তে প্রতিটি প্রার্থীকেই নিজের সম্পত্তির হিসাবের পাশাপাশি বিরুদ্ধে থাকা মামলার বিস্তারিত বিবরণ হলফনামা আকারে নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করতে হয়। বাংলায় প্রথম দফায় ভাগ্যপরীক্ষায় নামা ১,৪৭৮ জনের মধ্যে ১,৪৭৫ জনের হলফনামা পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখে বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বেসরকারি নির্বাচনী নজরদারি সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর)। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'প্রথম দফার ভোটের লড়াইয়ে নামা ১,৪৭৫ জনের মধ্যে ৩৪৫ জন বা ২৩ শতাংশের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। তার মধ্যে আবার ২৯৪ জন বা ২০ শতাংশের বিরুদ্ধে রয়েছে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে মামলা (গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ বলতে বোঝায়, যে ধারায় কমপক্ষে পাঁচ বছর বা তার বেশি শাস্তির বিধান রয়েছে এবং জামিন অযোগ্য)।' এডিআরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'প্রথম দফায় ভোট ময়দানে ভাগ্যপরীক্ষায় নামা ১৯ জনের বিরুদ্ধে রয়েছে খুনের মামলা (ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা)। ১০৫ জনের বিরুদ্ধে রয়েছে খুনের চেষ্টার (ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৯ ধারা) মামলা। ৯৮ জনের বিরুদ্ধে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত করার মামলা রয়েছে। ছয় জনের বিরুদ্ধে রয়েছে ধর্ষণের মামলা (ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা)।

কোনও নির্বাচনী কেন্দ্রে যদি তিন কিংবা তার বেশি প্রার্থীর বিরুদ্ধে ঘোষিত ফৌজদারি মামলা থাকে, তাহলে অশান্তির আশঙ্কায় সেই কেন্দ্রকে 'রেড অ্যালার্ট' আসন হিসাবে চিহ্নিত করে নির্বাচন কমিশন। এদিন এডিআরের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, 'প্রথম দফার ১৫২ আসনের মধ্যে ৬৬টিই রেড অ্যালার্ট আসন। তালিকায় রয়েছে-নন্দীগ্রাম, খেঁজুরি, সুতি, ভরতপুর, আসানসোল উত্তর, মুর্শিদাবাদ, এগরা, রেজিনগর, রামপুরহাট, করণদিঘি, মেখলিগঞ্জ, ইংরেজবাজার, চোপড়া, বহরমপুর, কোচবিহার দক্ষিণ, সুজাপুর, হাসন, খড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, পাঁশকুড়া পশ্চিম, পিংলা, কাঁথি দক্ষিণ, লালগোলা।

(২ পাতার পর)

'মা-মেয়ের পা ধরে ক্ষমা চাওয়াব', সবংয়ে বিজেপি কর্মীদের চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

ঘটনায় অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। এমনকী সবংয়ের মাটি থেকে ওই বিজেপি কর্মীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি।

এদিকে গতকাল রাতে সবং বিধানসভা এলাকার হরিজন পল্লি এলাকায় স্থানীয় এক গৃহবধূ সাথী ঘোড়াই কুইলার ছোট্ট মেয়ে বিজেপির একটি পোস্টার ভুল করে ছিঁড়ে ফেলে। আর তারপরই বিজেপির কয়েকজন কর্মী গৃহবধূর বাড়িতে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। আর ওই ছোট্ট মেয়ের সামনেই গৃহবধূকে হুমকি, মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা নিয়ে সবং থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনার কথা কানে গিয়েছে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের। তারই প্রতিবাদে আজ অভিষেক বলেন, 'এই ঘটনায় আমরা অভিযোগ দায়ের করেছি। আটজন অভিযুক্তের মধ্যে একজন গ্রেফতার হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উপরে আস্থা আছে। আমার কাছে সবার নাম আছে। ৪ তারিখের পরে এঁদের সবাইকে ওই মহিলা ও তাঁর দুই বছরের ছোট্ট মেয়ের সামনে ক্ষমা চাইতে হবে।'অন্যদিকে বিজেপি কর্মীদের এই ঘটনা নিয়ে মুখ খোলেনি কেউ। তবে সবং জুড়ে এই ঘটনা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনকী আতঙ্কে রয়েছেন ওখানকার মহিলারা। এই ঘটনা নিয়ে অভিষেক সুর সপ্তমে তুলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, 'সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এখন জার্সি বদলে বিজেপি করছে। এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমি সব অভিযুক্তের নাম রেখে দিয়েছি। আমি বিজেপির নেতাদের অনুরোধ করব, যদি ভাবেন লক্ষঝম্প করে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করবেন, তা হলে ৪ তারিখের পরে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে ডিজেও বাজবে। আর মা ও মেয়ের পা ধরে ক্ষমা চাওয়াব।'

আরজি করে বড় বিপর্যয়: স্তব্ধ হাসপাতাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের উত্তপ্ত আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। বকেয়া বেতনের দাবিতে কাজ বন্ধ করে আন্দোলনে নামলেন হাসপাতালের প্রায় ৩০৫ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী। শুক্রবার সকাল থেকেই হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। এর ফলে হাসপাতালের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে পরিষেবা আংশিক ব্যাহত হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিবার।

এদিকে বকেয়া মাইনের দাবিতে হাসপাতালের সুপারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ জারি রেখেছেন কর্মীরা। এজেন্সির দাবি, সরকারের কাছ থেকে প্রায় ১.২ কোটি টাকা না পাওয়ায় তারা কর্মীদের পাওনা মেটাতে পারছে না। এই প্রশাসনিক টানাপোড়েনের শিকার হচ্ছেন সাধারণ রোগী এবং হাসপাতালের কর্মীরা। নার্সদের চিঠির পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছে। তবে যত সময় গড়াচ্ছে, ততই ক্ষোভ বাড়ছে। জরুরি বিভাগে কর্মীরা উপস্থিত থেকেও কাজ না করায় বড় কোনো বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছে হাসপাতাল মহল। এখন দেখার,

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাজ্যসভায় ভাষণ দেন এবং টানা তিনবার রাজ্যসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় শ্রী হরিবংশকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। এই ঐতিহাসিক সাফল্যনকে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, শ্রী হরিবংশের প্রতি এই সভার গভীর আস্থার এবং তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা বয়ে এনেছেন, এটি তারই প্রতিফলন। শ্রী মোদী বলেন, "টানা তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হওয়াটা তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর মর্যাদাপূর্ণ কর্মশৈলীর প্রতি এই সভার অনুমোদনেরই সিলমোহর।"

প্রধানমন্ত্রী ১৭ এপ্রিল তারিখটির বিশেষ তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন, যা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখরের জন্মবার্ষিকীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। চন্দ্রশেখর জি-র সঙ্গে শ্রী হরিবংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, উপাধ্যক্ষ তাঁর গোটা রাজনৈতিক যাত্রাপথে চন্দ্রশেখর জি-র সঙ্গী হিসেবে কাজ করেছেন এবং তাঁর জীবন নিয়ে বইও লিখেছেন। শ্রী মোদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "চন্দ্রশেখর জি-র জন্মবার্ষিকীতে আপনার তৃতীয় মেয়াদের শুরু হওয়াটা এই উপলক্ষটিকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।"

সাংবাদিকতায় শ্রী হরিবংশের বিশিষ্ট কর্মজীবনের কথা স্মরণ করে তাঁর উচ্চ মানদণ্ড বজায় রাখার অঙ্গীকার এবং তাঁর সুদক্ষ লেখনীর প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী বলেন যে, গুজরাটে তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় তিনি নিয়মিত শ্রী হরিবংশের নিবন্ধগুলো পড়তেন, সেগুলিতে গভীর অধ্যয়ন এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রতিফলন দেখা যেত। শ্রী মোদীর কথায়, "তাঁর লেখনী ছিল অত্যন্ত শাণিত, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা ও আচরণ সর্বদা ছিল নম্র ও ভদ্র।"

সাংবাদিকতা জীবনে শ্রী হরিবংশের লেখা 'হামারা সাংসদ ক্যায়সা হো' (আমাদের সংসদ সদস্য কেমন হওয়া উচিত) শীর্ষক কলাম সিরিজের মাধ্যমে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। এই অভিজ্ঞতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী পরামর্শ দেন যে, সংসদের উভয় কক্ষের নতুন সংসদ সদস্যরা সংসদীয় আচরণ, মর্যাদা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে শ্রী হরিবংশের অন্তর্দৃষ্টি থেকে প্রভূত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। শ্রী মোদী বলেন, "সম্ভবত তিনি তখন জানতেন না যে, একদিন তিনি নিজেই এই আসনে আসীন হবেন, কিন্তু তাঁর লেখাগুলিতে এই বিষয়টি অত্যন্ত গভীরতার সঙ্গে উঠে এসেছিল।"

প্রধানমন্ত্রী শ্রী হরিবংশের অনুকরণীয় সময়ানুবর্তিতা, সুশৃঙ্খল জীবনযাপন এবং কর্তব্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠাকেই তাঁর সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তিত্বের মূল কারণ হিসেবে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার পর থেকে শ্রী হরিবংশ এই সভায় পূর্ণ সময়ের জন্য উপস্থিতি বজায় রেখেছেন এবং এমনকি যখন তিনি সভার সভাপতিত্ব করছেন না, তখনও তিনি অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত থাকতেন। শ্রী মোদীর মতে, "এটি দায়িত্বের প্রতি তাঁর গভীর অঙ্গীকারের প্রতিফলন এবং আমাদের সকলের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

বহুমুখী প্রতিভা পূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব, সারা ভারতবর্ষের আদিবাসীদের সাদরি ভাষার তিনি একজন গবেষক। তিনি একটি লেখাকে কতটা সমৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হয় সেটি আমাকে খুব ছোট থেকে শিখিয়েছিলেন। শিক্ষা ও জানার শেষ কোথাও নেই, তাই ভারতবর্ষের মনিঋষিদের বংশধর বাংলার বামাক্ষ্যাপা যা আজ বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয়। ভারত বর্ষ মুনি-ঋষিরা যেভাবে বংশ বিস্তার করেছিলেন তার কিছুটা কথা আজ উল্লেখযোগ্য বিষয় আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসে। পৃথিবী যে একদম পুরোটাই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, শিলিগুড়িটাই হারিয়ে যাবে', ডিলিমিটেশন নিয়ে বিস্ফোরক মমতা

কেন্দ্র। নিজেরা জানে হারবে, ৫৪১ সিট আছে, তাই ওটা ৮৫০-র কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য টুকরো টুকরো করছে দেশটাকে। একদিন দেখবেন কোচবিহারটাই হারিয়ে গিয়েছে। উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, শিলিগুড়িটাই হারিয়ে গিয়েছে।'

মমতা আজ আরও বলেন, 'এদের লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরই বলুন বা আল্লাহ বলুন, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তুমি ভেবে যাও, কাজ করে যাও। আগামিদিনে তুমি ক্ষমতায় থাকবে না, ওটা এক সেকেন্ডে উল্টে যাবে। এটা মাথায় রেখে কাজ করো। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লড়াই করেছিলেন, বাংলা পাশে ছিল। আজও বলি, যদি আপনাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে প্রথম থেকে শেষ অবধি আমাদের লড়াই চলবে। আমরা ছেড়ে কথা বলার লোক নই। সবাই মাথা নত করে, আমরা করি না। আমাদের উপরে অনেক অত্যাচার হচ্ছে। আমি এমন নির্বাচন কখনও দেখিনি। মনে আছে আপনাদের, শীতলকুচিতে গুলি চালিয়ে দিয়েছিল, ভোটের সময় চারজনকে হত্যা করেছিল। আমি ছুটে এসেছিলাম তারপর। সেই সব করার ধান্দাবাজি। আর কত অত্যাচার, কত ব্যাভিচার? বাংলা বিরোধী শক্তি, তোমাদের থেকে বাংলা চায় মুক্তি।'

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাঁর নজির থেকে অন্তত ঋগ্বেদের যুগে কোনো রকম দেবী প্রাধান্য প্রমাণ হবে না।

বাকি থাকে উষার কথা। ঋগ্বেদের অন্তত ২০টি সূক্ত তাঁর স্তুতিতে রচিত এবং তাঁর উল্লেখ ৩০০ বারেরও বেশি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রধানমন্ত্রী নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম সংশোধনীর পক্ষে ভোট দিতে সাংসদদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, এটিকে ঐতিহাসিক সুযোগ বলে অভিহিত করেন তিনি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, বর্তমানে সংসদে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'-এর সংশোধনী নিয়ে আলোচনা চলছে। তিনি জানান যে, গতকাল গভীর রাত ১টা পর্যন্ত এই আলোচনা চলেছে।

তিনি বলেন , এই সংশোধনীকে ঘিরে তৈরি হওয়া সমস্ত ভুল ধারণার যথাযথ জবাব দেওয়া হয়েছে এবং সদস্যদের উত্থাপন করা প্রতিটি উদ্বেগেরই সমাধান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, যেখানেই তথ্যের অভাব ছিল, সেখানে সমস্ত সদস্যকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে বিরোধী পক্ষের উত্থাপিত বিষয়গুলোও স্পষ্টভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।

নারী সংরক্ষণ বা কোটা সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে গত প্রায় চার দশক ধরে রাজনৈতিক বিতর্ক চলে আসছে। এই সত্যটি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এখন সেই সময় এসেছে, যখন দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশীদার নারীদের তাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার এত দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরেও দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের প্রতিনিধিত্বের হার অত্যন্ত কম। এটি কোনোভাবেই কাম্য নয় এবং অবিলম্বে এই পরিস্থিতির সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী জানান যে, লোকসভায় শীঘ্রই ভোটাভুটি হওয়ার কথা রয়েছে।নারী সংরক্ষণ সংশোধনীর পক্ষে ভোট দিয়ে একটি সুচিন্তিত ও সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তিনি সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান ।

তাদের কোনো পদক্ষেপের ফলে 'নারী শক্তি'-র অনুভূতিতে বা আবেগে যেন কোনো আঘাত না লাগে সেজন্য দেশের নারীদের পক্ষ থেকে আবেদন জানিয়ে তিনি সংসদের সকল সদস্যকে অনুরোধ করেন । তিনি বলেন যে, দেশের কোটি কোটি নারী আজ সংসদের দিকে,সংসদের উদ্দেশ্য এবং সিদ্ধান্তের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যদের তাদের নিজেদের পরিবারের মা, বোন, কন্যা এবং স্ত্রী অর্থাৎ পরিবারের নারীদের কথা গভীরভাবে স্মরণ করেন এবং নিজেদের অন্তরাত্মার বা বিবেকের কথা শুনে সঠিক সিদ্ধান্তটি নেওয়ার আহ্বান জানান ।

তিনি এই সংশোধনীকে দেশের নারীদের সেবা ও সম্মান জানানোর একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সুযোগ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং যাতে তারা নারীদের এই নতুন সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করেন সেজন্য সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানান ।

দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, যদি এই সংশোধনীটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়, তবে তা একদিকে যেমন 'নারী শক্তি'-কে আরও শক্তিশালী করে তুলবে, ঠিক তেমনই দেশের গণতন্ত্রকেও আরও সুদৃঢ় করবে।

এই মুহূর্তটিকে একটি ঐতিহাসিক ক্ষণ হিসেবে অভিহিত করে তিনি সংসদের সকল সদস্যের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশীদার নারীদের তাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব প্রদানের মাধ্যমে এক নতুন ইতিহাস রচনা করার আহ্বান জানান।

এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী বলেন,

"সংসদে বর্তমানে নারী শক্তি বন্দন আইনের সংশোধনী নিয়ে আলোচনা করছে। গতকাল রাত ১টা পর্যন্ত এই আলোচনা চলেছিল।

যেকোনো ভুল ধারণা দূর করার জন্য একটি যুক্তিযুক্ত উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি আশঙ্কার সমাধান করা হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যকে সেইসব তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা তাদের কাছে ছিল না। যাঁদের কোনো উদ্বেগ ছিল, তারও সমাধান করা হয়েছে।

চার দশক ধরে নারী সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে দেশকে রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। এখন সময় এসেছে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা যাতে তাদের অধিকার পায় তা নিশ্চিত করার।

স্বাধীনতার এত দশক পরেও, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভারতীয় নারীদের এত কম প্রতিনিধিত্ব থাকাটা ঠিক নয়।

শীঘ্রই লোকসভায় ভোটগ্রহণ হতে চলেছে। আমি সকল রাজনৈতিক দলকে অনুরোধ করছি... আবেদন জানাচ্ছি...

অনুগ্রহ করে সাবধানে চিন্তা করুন এবং অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিন, এবং নারী সংরক্ষণের পক্ষে ভোট দিন।

দেশের নারীদের পক্ষ থেকে, আমি সকল সদস্যকে অনুরোধ করছি এমন কিছু না করতে যা নারীদের অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে।

দেশের লক্ষ লক্ষ নারীর স্বপ্ন এটা আমাদের সকলের উপর, আমাদের অভিপ্রায়ের উপর এবং আমাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। অনুগ্রহ করে নারী শক্তি বন্দন আইনের সংশোধনীকে সমর্থন করুন"।

"আমি সকল সাংসদকে বলতে চাই...

বাড়িতে থাকা আপনাদের মা, বোন, কন্যা ও স্ত্রীর কথা স্মরণ করুন এবং নিজেদের বিবেকের কথা শুনুন...

এটি আমাদের দেশের নারীদের সেবা ও সম্মান জানানোর এক বিরাট সুযোগ।

তাঁদের নতুন সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

এই সংশোধনীটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হলে, আমাদের দেশের নারীরা আরও ক্ষমতায়িত হবেন... দেশের গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে।

আসুন... আজ আমরা একসঙ্গে ইতিহাস তৈরি করি। ভারতের নারীদের, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে তাঁদের অধিকার দিন"।

"সংসদ বর্তমানে একটি ঐতিহাসিক বিল নিয়ে আলোচনা করছে, যা আইনসভাগুলোতে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত করে। গতকাল এই আলোচনা মধ্যরাত পেরিয়ে রাত ১টা পর্যন্ত চলেছিল এবং আজ সকালে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে তা আবার চলছে।

সরকার তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে এই বিল সংক্রান্ত যাবতীয় আশঙ্কা ও ভুল ধারণার নিরসন করেছে। সংশ্লিষ্ট সকল উদ্বেগের যথাযথ সমাধান করা হয়েছে এবং তথ্যের ক্ষেত্রে যেকোনো ঘাটতিও পূরণ করা হয়েছে।

প্রায় চার দশক ধরে আইনসভাগুলোতে নারীদের আসন সংরক্ষণের এই বিষয়টি অহেতুক দেরি হয়ে আসছিল। এখন দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে অর্থাৎ নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিত করার সময় এসেছে । স্বাধীনতার এত দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরেও, ভারতের নারীদের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত সীমিত থাকাটা কোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকসভায় এই বিলের ওপর ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে। আমি সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি বিনীত আহ্বান ও আবেদন জানাচ্ছি—আপনারা বিষয়টি গভীর চিন্তাভাবনা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করুন এবং নারীদের আসন সংরক্ষণের পক্ষে ভোট দিয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

আমাদের 'নারী শক্তি'র পক্ষ থেকে, আমি সংসদের সকল সদস্যের প্রতি এই অনুরোধও জানাচ্ছি যে, আপনারা এমন কোনো কাজ করবেন না, যা সমগ্র ভারতের নারীদের অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে। কোটি কোটি নারী আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন... তাঁরা আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ পর্যবেক্ষণ করছেন । আমি আবারও সকলের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা যেন 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'-এর সংশোধনীগুলিকে পূর্ণ সমর্থন জানান"।

"আমি সকল সংসদ সদস্যের কাছে আবেদন করতে চাই...

অনুগ্রহ করে আপনাদের নিজেদের পরিবারের নারীদের কথা স্মরণ করে বিবেকের দংশন করুন।

আইনসভাগুলিতে নারীদের জন্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার এই আইনটি আমাদের দেশের নারীদের প্রতি সুবিচার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।

অনুগ্রহ করে আমাদের নারী শক্তিকে নতুন সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

এই সংশোধনীটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হলে, এটি আমাদের দেশের নারীদের আরও ক্ষমতায়ন করবে এবং আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে।

আসুন, আজ আমরা ইতিহাস গড়তে একত্রিত হই।

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক ভারতের নারীরা যেন তাদের ন্যায্য পাওনা পান আসুন আমরা তা নিশ্চিত করি ।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর সাম্প্রতিক অবস্থা

(দ্বিতীয় পর্ব)

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ২০২৬

গার্হস্থ্য পিএনজি এবং সিএনজি (পরিবহন) ক্ষেত্রে ১০০% সরবরাহ নিশ্চিত করেছে।

* বাণিজ্যিক এলপিজি-র ক্ষেত্রে হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ফার্মা, ইস্পাত, অটোমোবাইল, কৃষি ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ৫ কেজির এফটিএল সিলিন্ডারের সরবরাহ মার্চ মাসের শুরুর তুলনায় দ্বিগুণ করা হয়েছে।

* সরকার সরবরাহ ও চাহিদা উভয় দিকেই বেশ কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে শোধনাগারের উৎপাদন বৃদ্ধি, শহরাঞ্চলে বুকিংয়ের ব্যবধান ২৫ দিন এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৫ দিন করা অন্তর্ভুক্ত।

* এলপিজি-র ওপর চাপ কমাতে কেরোসিন ও কয়লার মতো বিকল্প জ্বালানি সহজলভ্য করা হয়েছে।

* কয়লা মন্ত্রক কোল ইন্ডিয়া ও সিঙ্গারেণী কোলিয়ারিজ-কে ক্ষুদ্র ও মাঝারি গ্রাহকদের জন্য অতিরিক্ত কয়লা সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছে।

* রাজ্যগুলোকে গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য নতুন পিএনজি সংযোগ সহজতর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সাথে সমন্বিত প্রচেষ্টা

* অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন ১৯৫৫ এবং এলপিজি নিয়ন্ত্রণ আদেশ ২০০০-এর অধীনে রাজ্য সরকারগুলো সরবরাহ তদারকি এবং মজুতদারি ও কালোবাজারি রোধে ব্যবস্থা নিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত। পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজি-সহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজ্যগুলোর প্রাথমিক ভূমিকা রয়েছে।

* ভারত সরকার ২৭.০৩.২০২৬ এবং ০২.০৪.২০২৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে পর্যাপ্ত জ্বালানি সম্পর্কে নাগরিকদের আশ্বস্ত করতে সক্রিয় প্রচারের ওপর জোর দিয়েছে। ২ এবং ৬ এপ্রিলের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে জোর দেওয়া হয়েছে:

* প্রতিদিন প্রেস ব্রিফিং এবং নিয়মিত গণ-পরামর্শ প্রদান করা।

* সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া খবর বা অপপ্রচার সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করা।

* জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এনফোর্সমেন্ট ড্রাইভ জোরদার করা এবং তেল বিপণন সংস্থাগুলোর (OMCs) সাথে সমন্বয়ে তল্লাশি অব্যাহত রাখা।

* রাজ্যগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক এলপিজি এবং অতিরিক্ত কেরোসিন (SKO) বরাদ্দের আদেশ জারি করা।

* পিএনজি এবং বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিত করা।

* অনেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং করছে।

এনফোর্সমেন্ট এবং মনিটরিং কার্যক্রম

ক্রমশঃ

(৩ পাতার পর)

আরজি করে বড় বিপর্যয়: স্তব্ধ হাসপাতাল

এই আর্থিক জট ছাড়িয়ে পরিষেবা স্বাভাবিক করতে স্বাস্থ্য ভবন কী দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এবার পরিষেবা সচল রাখা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ওয়ার্ড মাস্টারকে চিঠি দিলেন হাসপাতালের নার্সিং স্টাফরা।

'ডায়নামিক' এজেন্সির অধীনে থাকা চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা সকালের শিফটে হাসপাতালে উপস্থিত হলেও তাঁরা কোনো কাজে যোগ দেননি। কর্মীরা সাফ জানিয়েছেন, গত দুই মাসের বেতন না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা হাত লাগাবেন না। হাজিরা দিয়েও কর্মীদের এই নীরব প্রতিবাদে হাসপাতালের স্বাভাবিক ছন্দে বড়সড় ধাক্কা লেগেছে।

চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কাজে যোগ না দেওয়ায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কাজ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন নার্সরা। এই মর্মে তাঁরা ওয়ার্ড মাস্টারকে একটি জরুরি চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, ট্রলি টানা থেকে শুরু করে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম গোছানোর লোক না থাকায় বহু ওটি (OT) আটকে যেতে পারে। চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা সহায়তা না করলে নার্সিং স্টাফদের পক্ষে একার হাতে সবটা সামলানো সম্ভব নয়, ফলে যে কোনো মুহূর্তে পরিষেবা পুরোপুরি ভেঙে পড়তে পারে। গাইনি, পেডিয়াট্রিক, সার্জারি এবং অঙ্কোলজি বিভাগে ইতিমধ্যেই এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

সাধারণ নির্বাচন এবং উপ নির্বাচন সমূহ ২০২৬ : তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবাংলায় বাজেয়াপ্তের পরিমাণ ৮৬৫ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচন কমিশন অসম, কেরালা, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন এবং উপ নির্বাচনের ঘোষণা করে ১৫ মার্চ। নির্বাচনী আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে রাজ্য তথা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিব, সিইও, পুলিশের মহানির্দেশক এবং পদস্থ পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে কমিশনের কয়েক দফা পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলির প্রধানদের হিংসা ও প্ররোচনা মুক্ত নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

পশ্চিমবাংলায় ২,৭২৮ এবং তামিলনাড়ুতে ২,২৬৩ ফ্লাইং স্কোয়াড টিম মোতায়েন করা হয়েছে। ১০০ মিনিটের মধ্যে যাতে অভিযোগের নিষ্পত্তি হয় সেই লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা। এছাড়াও নজরদারী জোরদার করতে পশ্চিমবাংলায় ৩,১৪২ এবং তামিলনাড়ুতে ২,২২১ স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিম মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে নাকা চেকিং-এর লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা। নির্বাচন প্রক্রিয়াকালীন অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসেবে পশ্চিমবাংলায় নগদ বাজেয়াপ্ত ২১ কোটি টাকা। মদ আটক হয়েছে ৩১,৯৪,৬২১ লিটার। তামিলনাড়ুতে নগদ বাজেয়াপ্ত ৭৮ কোটি টাকা। মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৯৭,১০৭ লিটার।

কমিশনের তরফ থেকে চেকিং বা নজরদারির সময় সাধারণ নাগরিকদের যাতে কোনোরকম হয়রানি না করা হয় সেব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। যেকোনও অভিযোগ নিরসনে ডিস্ট্রিক্ট গ্রিভান্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। নাগরিকরা এবং রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন আচরণবিধি ভঙ্গ সংক্রান্ত তাদের অভিযোগ সি ভিজিল মডিউলের মাধ্যমে জানাতে পারেন।

সিনেমার খবর

দেড় হাজার কোটি ছাড়িয়েছে ধুরন্ধর টু'র আয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর টু' বক্স অফিসে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলছে। মুক্তির ১৭তম দিনে ছবিটির বিশ্বব্যাপী আয় পৌঁছেছে ১,৫৬৪ কোটি ৩০ লাখ রুপিতে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে খুব শিগগিরই এটি ১,৬০০ কোটি রুপির মাইলফলক অতিক্রম করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরিচালক আদিত্য ধরের এই সিনেমাটি ইতোমধ্যে আয়ের দিক থেকে 'দাঙ্গাল', 'বাহুবলী টু' ও 'পুষ্পা টু'-এর মতো সফল চলচ্চিত্রের কাতারে জায়গা করে নিয়েছে। পাশাপাশি 'ধুরন্ধর' সিরিজের দুটি ছবির সম্মিলিত আয় দাঁড়িয়েছে ২,৮৭১ কোটি ৬৫ লাখ রুপি, যা 'বাহুবলী' ও 'পুষ্পা' ফ্র্যাঞ্চাইজির মোট আয়ের চেয়েও বেশি।

স্যাকনিল্ক-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৭তম দিনে ভারতে ছবিটির আয় হয়েছে ২৫ কোটি ৬৫ লাখ রুপি। ফলে ভারতে মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১,১৭৯ কোটি ৩০ লাখ রুপি এবং বিদেশে আয় হয়েছে ৩৮৫ কোটি রুপি। হিন্দির পাশাপাশি তামিল ও তেলেগু ভাষাতেও ছবিটি ভালো সাড়া পাচ্ছে।

প্রথম সপ্তাহে সিনেমাটি আয় করে ৬৭৪ কোটি ১৭ লাখ রুপি এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে আয় হয় ২৬৩ কোটি ১৫ লাখ রুপি। মুক্তির মাত্র ১১ দিনের মধ্যেই এটি প্রথম কিস্তির মোট আয়কে ছাড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় সপ্তাহে আয়েও এটি 'জাওয়ান' ও 'কেজিএফ টু'-কে পেছনে ফেলেছে। বর্তমানে ভারতজুড়ে প্রায় ৯,৯৭৯টি প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি চলছে।

গল্পে দেখা যায়, জসকিরত সিং রাঙ্গি নামের এক পাঞ্জাবি যুবক পরিবার হারানোর পর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর মাধ্যমে হামজা আলী মাজারি নামে এক শক্তিশালী গুপ্তচরে পরিণত হয়। স্পাই-ভিত্তিক কাহিনির পাশাপাশি এতে ২০১৪ সালের নির্বাচন ও ২০১৬ সালের নোটবন্দির মতো বাস্তব ঘটনাও উঠে এসেছে। প্রায় ৩ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই ছবিতে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত ও অর্জুন রামপাল, এবং তার অভিনয়কে সমালোচকরা ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা বলে প্রশংসা করছেন।

মেয়ের প্রেগন্যান্সির গুঞ্জনে যা বললেন পুনম সিনহা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহার প্রেগন্যান্সি নিয়ে গুঞ্জন নতুন নয়। সামাজিক মাধ্যমে মাঝেমধ্যেই তার ঢিলেঢালা পোশাক বা ভঙ্গি দেখে নেটিজেনরা অনুমান করেন, তিনি মা হতে চলেছেন। তবে এবার এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন তার মা পুনম সিনহা, আর তাতেই গুজব নিয়ে স্পষ্ট বার্তা মিলেছে।

ইনস্ট্যান্ট বলিউডের এক সাক্ষাৎকারে পুনম সিনহা হালকা মজার সুরে বলেন, মিডিয়া তাকে এতবার নানি বানিয়েছে যে, তার কোনো হিসাব নেই। তবে তিনি আশাবাদী, ভবিষ্যতে এমন সুখবর একদিন আসবেই। একইসঙ্গে মেয়ের জন্মের স্মৃতিচারণ করে তিনি জানান, কন্যাসন্তান পরিবারে আনন্দ নিয়ে আসে এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এর আগে নিজেও এ গুঞ্জন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন সোনাক্ষী। এক অনুষ্ঠানে পেটের ওপর হাত রেখে ছবি তোলার পর তার প্রেগন্যান্সি নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়। তখন তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, মিডিয়ার হিসেবে তিনি নাকি 'দীর্ঘতম প্রেগন্যান্সির' রেকর্ডধারী।

বিয়ের পর ওজন বাড়া নিয়েও সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে মজার ছলে স্বামী জাহির ইকবালকেই দায়ী করেন সোনাক্ষী, কারণ তার মতে, স্বামীই তাকে বেশি খাওয়ান।

২০২৪ সালের জুনে বিয়ের পর বর্তমানে সুখী দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছেন এই দম্পতি। পুনম সিনহার মন্তব্যের পর আপাতত সোনাক্ষীর প্রেগন্যান্সি নিয়ে চলমান জল্পনা কিছুটা হলেও থেমেছে।

মেয়ের যে যুক্তির কাছে হার মেনেছিলেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি লিলি সিং-এর একটি পডকাস্টে অংশ নিয়ে বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন তার এবং ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সন্তান লালন-পালনের ধরন নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। মেয়ে আরাধ্যর বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তারা কোনো ধরাবাঁধা নিয়মে বিশ্বাসী নন বলে জানান তিনি। একইসঙ্গে মেয়ের অকাট্য যুক্তির কাছে নিজের হার মানার একটি মজার ঘটনাও শেয়ার করেন এই অভিনেতা।

অভিষেক জানান, সন্তানকে মুখে কোনো কিছু শেখানোর চেয়ে নিজেরা তা করে দেখানোকেই বেশি গুরুত্ব দেন তারা। তার মতে, বাবারা অনেক সময় ভালো শিক্ষক হতে পারেন না কারণ তারা আবেগের বশবর্তী হয়ে পড়েন।

অভিষেক স্পষ্ট করেন যে, তাদের পরিবারে কাজগুলো নারী বা পুরুষের নির্দিষ্ট কোনো ছকে বাঁধা নয়। এ প্রসঙ্গে তার ভাষ্য, 'এমন নয় যে আমি তাকে আত্মরক্ষা শেখাব আর ঐশ্বরিয়া তাকে সহানুভূতিশীল হতে শেখাবে। ঐশ্বরিয়া নিজের খেয়াল নিজেই রাখতে পারে।'

তারা বিশ্বাস করেন, বাবা-মা হিসেবে তারা যদি সৎ ও দায়িত্বশীল জীবনযাপন করেন, তবে আরাধ্য তাদের দেখেই সেই মূল্যবোধগুলো শিখবে।

অভিষেক মনে করেন, বর্তমান প্রজন্ম তাদের চেয়ে অনেক আলাদা এক পৃথিবীতে বড় হচ্ছে। তাই নিজেদের সময়কার ধ্যান-ধারণা মেয়ের ওপর চাপিয়ে দিতে চান না তারা।

মেয়ের যুক্তির কাছে বাবার হার

সাক্ষাৎকারে অভিষেক আরাধ্যর ছোটবেলার একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন। আরাধ্যর ছোটবেলায় টেলিভিশন দেখার সময় অভিষেক তাকে এক গ্লাস পানি এনে দিতে বলেছিলেন। আরাধ্য প্রথমে কিছুটা দ্বিধা করলেও শেষ পর্যন্ত বাবাকে পানি এনে দেয় এবং অভিষেক তাকে ধন্যবাদ জানান।

এর কিছুক্ষণ পর আরাধ্য একইভাবে তার বাবার কাছে এক গ্লাস পানি চায়। তখন অভিষেক তাকে নিজের পানি নিজেকেই নিয়ে নিতে বলেন। তৎক্ষণাৎ আরাধ্য পাল্টা প্রশ্ন করে- বাবা চাইলে যদি সে পানি এনে দিতে পারে, তবে সে চাইলে বাবা কেন এনে দিতে পারবেন না?

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর অভিষেকের কাছে ছিল না। মেয়ের যুক্তির ন্যায্যতা বুঝতে পেরে তিনি সেদিন থেকে ঠিক করেন যে আরাধ্যর সঙ্গে তিনি আর কখনো তর্কে জড়াবেন না।

উল্লেখ্য, বলিউডের প্রভাবশালী দম্পতি অভিষেক-ঐশ্বরিয়া ২০০৭ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর ২০১১ সালে তাদের একমাত্র মেয়ে আরাধ্যর জন্ম হয়।

অনবদ্য রসিখ সালাম দার, কোহলির ব্যাটে লখনৌ বধ বেঙ্গালুরুর!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিন আসে, দিন যায়, আরসিবি বদলায় না। বহুদিন আগে আরসিবির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ দল দেড়শো করলেও সমর্থকেরা চিন্তিত হতে পারতেন না, আদৌ দল জিতবে কি না। এমন বহু ম্যাচ সমর্থকেরা দেখেছেন, যেখানে জয়ের সমূহ সম্ভাবনা থেকেও ম্যাচ হেরে বসেছে বেঙ্গালুরু। কিন্তু ১৮ মে ২০২৪-র পর যেন সবকিছুই বদলে গিয়েছে। সেই ম্যাচে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে জিতে টানা ৬ ম্যাচ জিতে প্লে অফে সুযোগ পেয়েছিল বেঙ্গালুরু। তারপর ? গতবছর আইপিএল জয়, এই বছর ৫ ম্যাচ খেলে ৪ জয়, ১ হার। প্রায় প্রতি ম্যাচেই ২০০র উপর রান করছে বেঙ্গালুরু। এসবের মধ্যেই আজ লখনৌকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দিলেন কোহলিরা।

টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বেঙ্গালুরু অধিনায়ক রজত পাতিদার। পাওয়ার প্লে-তেই আউট হয়ে গেলেন আইডেন মারক্রাম। তাঁর উইকেট নিলেন রশিখ সালাম দার। ৬ ওভারে লখনৌয়ের স্কোর ছিল মাত্র ৩৬। সেখানেই যেন ম্যাচে পিছিয়ে পড়েছিল লখনৌ। হাতের চোট লেগে আহত হয়ে মাঠ ছাড়লেন ঋষভ পন্থ। ১ রান করলেন নিকোলাস পুরান। ৩২ বলে ৪০ করে আউট হলেন মিচেল মার্শ। ২৮ বলে ৩৯ রান করলেন কেকেআর ম্যাচের নায়ক মুকুল চৌধুরী। মুকুল আউট হওয়ার পরবর্তী ব্যাটারদের রান যেন কোনও জায়গার পিন কোড নম্বর – ৭, ০, ১, ০, ৭ । মাত্র ১৪৬ রানেই অল আউট হয়ে গিয়েছিল লখনৌ। ২৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট পেলেন রশিখ সালাম দার। ৩ উইকেট পেলেন ভুবনেশ্বর কুমার। অসুস্থতার কারণে আজ ফিল্ডিং করলেন না কোহলি।

১৪৭ রান তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ওভারেই প্রিন্স যাদবের বলে বোল্ড হলেন ফিল সল্ট। তারপর থেকেই জ্বর অবস্থায় দেবদত্ত পাদিক্কালকে নিয়ে বড় রানের ইনিংস গড়া শুরু করলেন বিরাট কোহলি। ১১ বলে ১০ রান করে দেবদত্ত আউট হলেও ৩৪ বলে ৪৯ রান করলেন বিরাট। নিজের ১৯ বছরের আইপিএল কেরিয়ারে এই প্রথমবার 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' হিসেবে মাঠে নামলেন কিং কোহলি। পাদিক্কল আউট হলেও আরসিবির রানের গতি কমাতে দেননি অধিনায়ক রজত পাতিদার। গত ম্যাচের দুরন্ত অর্ধ শতরানের পরে আজও খেললেন ১৩ বলে ২৭ রানের ইনিংস। ৯ বলে ২৩ রান করলেন জিতেশ শর্মা। শেষে টিম ডেভিড ও রোমারিও শেপার্ডের সৌজন্যে ২৯ বল বাকি থাকতেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আরসিবি।

এই জয়ের ফলে আরসিবি মোট ৫ মধ্যে ৪ ম্যাচে জিতে ৮ পয়েন্ট নিয়ে পৌঁছে গেল পয়েন্ট টেবিলের প্রথমে। ২২৮ রান করে এই মুহূর্তে কমলা টুপির মালিক বিরাট কোহলি। তাঁর থেকে ৪ রান কম করে দ্বিতীয় স্থানে হেনরিখ ক্লাসেন। চেন্নাই ও মুম্বইয়ের পর কোনও দল পরপর দুইবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়নি। সেই ধারা কি ভাঙতে পারবে আরসিবি? প্লেঅফের যে এখনও অনেক দেরি!

নিউক্যাসল ছাড়ছেন ইংলিশ ডিফেন্ডার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংলিশ ডিফেন্ডার কিরান ট্রিপিয়ার চলতি মৌসুম শেষে নিউক্যাসল ইউনাইটেড ছাড়বেন। শনিবার ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানা গেছে, তার চুক্তি মৌসুম শেষে শেষ হবে এবং এরপর তিনি দল ত্যাগ করবেন।

২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে আতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে নিউক্যাসল ইউনাইটেডে যোগ দেন ট্রিপিয়ার। তখন ক্লাবটি প্রিমিয়ার লিগের অবনমন অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার সংগ্রামে ছিল। কোচ এডি হাওয়ের নেতৃত্বে ট্রিপিয়ার দলের পুনরুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

২৫ বছর বয়সী রাইট-ব্যাক গত মৌসুমে নিউক্যাসলের লিগ কাপ জয়েও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন, যা ছিল সাত দশকের মধ্যে ক্লাবের প্রথম শিরোপা। এছাড়া ২০২৩ ও ২০২৫ সালে দলের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যাওয়ায়ও তাঁর অবদান অগ্রাহ্যযোগ্য নয়।

ইতিমধ্যেই ২০২৪ সালের আগস্টে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছিলেন ট্রিপিয়ার। নিউক্যাসলের হয়ে তার খেলা মোট ম্যাচের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৭।

বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দু'মাস পর শুরু হতে যাওয়া ফুটবল বিশ্বকাপে ইরান অংশগ্রহণ করবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমদ দুনিয়ামালি জানিয়েছেন, ফিফা যদি ইরানের ম্যাচগুলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরিয়ে মেক্সিকোতে স্থানান্তর না করে, তবে তার দেশ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ না-ও করতে পারে।

তুরস্কের আনাদোলু নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দুনিয়ামালি এই কঠোর অবস্থানের কথা জানান। তিনি বলেন, ফুটবল ফেডারেশন অব দ্য ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান ইতোমধ্যে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার কাছে ভেন্যু পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানিয়েছে।

আহমদ দুনিয়ামালি স্পষ্ট করে বলেন, 'যদি ফিফার কাছে আমাদের এই অনুরোধ গৃহীত হয়, তবেই বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। আমরা এখনো ফিফার কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক সাড়া পাইনি।'

উল্লেখ্য, ২০২৬ বিশ্বকাপ যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইরান চাইছে তাদের ম্যাচগুলো অন্তত যুক্তরাষ্ট্রের মাটি থেকে সরিয়ে প্রতিবেশী দেশ মেক্সিকোতে নিয়ে যাওয়া হোক।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR